15

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যাশিত সময়ের আগেই ফলাফল প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটি প্রশংসনীয় কাজই করেছেন। পাঁচটি বোর্ডে এবারে গড়ে পাস করেছে শতকরা ৪৮ ভাগ। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লাখ ২২ হাজার ৩শ'। পাস করেছে ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৪শ' ৩৫ জন। অর্থাৎ কৃতকার্য হওয়ার চেয়ে অকৃতকার্যের সংখ্যাই বেশি। সার্বিকভাবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিশৃংখল অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। এই যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো তার জন্য কি শুধু তারাই দায়ী? এসএসসি পরীক্ষার আগে তারা টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারও আগে প্রথম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ বছর পড়াশোনা করেছে। এই দশ বছরে তারা কি শিখল, শিক্ষকরাই বা কি শেখালেন– আজ এ প্রশ্ন করা কি খুব অন্যায় হবে?

এসএসসি পরীক্ষা কেন, সামগ্রিকভাবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থায়ই এক ধরনের নৈরাজ্য বিরাজ করছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সর্বত্র চলছে বিশৃংখলা। কোথাও ক্লাস হয় না, ক্লাস হলেও সময়মত পরীক্ষা হয় না। পরীক্ষা হলেও ফল প্রকাশিত হয় না। অতীতে এসএসসি পরীক্ষা নিয়েও হৈচৈ হুড়–হাঙ্গামা কম হয়নি। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে অর্ধেক নম্বর থাকা সত্ত্বেও এত বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্য হওয়ার কারণ কি? শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের সুযোগ–সুবিধা, টিএ–ডিএ বিল নিয়েই ব্যস্ত থাকেন; কিন্তু স্কুলে ক্লাস হচ্ছে কিনা–শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন কিনা তা নিয়ে মনে হচ্ছে কারো মাথাব্যথাই নেই।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলেও ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। শহরের নামি–দামি স্কুলের পাশাপাশি ক্যাডেট স্কুলগুলোই বেশিরভাগ শীর্ষস্থান দখল করে আছে। তবে আশার কথা গ্রামাঞ্চলের কিছু স্কুলও মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্যাডেট স্কুলগুলো যে সুযোগ–সুবিধা পাচ্ছে অন্যরা সে সুযোগ–সুবিধা পেলে তারাও ভাল ফলাফল করতে সক্ষম। আরেকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, শহরাঞ্চলের কয়েকটি স্কুলের ফলাফল ভাল হলেই সার্বিকভাবে শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না।

তবে মেধা তালিকায় স্থানলাভকারী ছাত্রছাত্রীরা তাৎক্ষণিক মন্তব্যে যেসব কথা বলেছে তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। পরীক্ষায় ভাল ফল করেও তারা শিক্ষা তথা পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কথা প্রকাশ্যে বলেছে। প্রায় সকল মেধাবী ছাত্রই দেশের সংঘাতময় রাজনীতির সমালোচনা করেছে। তারা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিও জানিয়েছে। দুর্ভাগ্য যে, এই কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যা বোঝে দেশের বিজ্ঞ রাজনীতিকরা তা বোঝেন না।